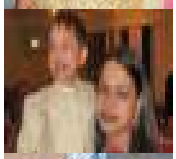

অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। রাত্রির নিঃশব্দতায় আইমান আসে প্রতিক্ষণ ।।

ভাইয়া - দেখো ওরা আমাকে স্পাইডারম্যান করে দিয়েছে। আমি স্পাইডারম্যান হব না। ঠিক আছে, তোমার সারা গায়ের এ্যালার্জিটা চলে গেলে আমি তোমার গা থেকে ব্যান্ডেজগুলো খুলে দেবো। তখন তোমাকে আর স্পাইডারম্যান হতে হবে না। এসো আমরা এখন এই খেলনাটা দিয়ে খেলা করি।

গত রোজার মধ্যেই ওয়েষ্টমিড চিলড্রেন হাসপাতালে আইমানের সাথে আমার এভাবে কথপোকথন। কোন এক অজানা এ্যালার্জিতে ওর সর্বাঙ্গে লাল র‍্যাশের মত হয়ে গিয়েছিলো। অসম্ভব চুলকাতো। ওর চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে নেবার পর ওষুধ লাগিয়ে সারা শরীর ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলো। যাতে ও নিজে চুলকাতে না পারে। কেবল চোখ আর মুখটা দেখা যেতো। তাতেও আইমানের কোন কান্নাকাটি নেই। কেবল অস্বঃস্তি। অনর্গল বাংলায় কথা বলে যায় ওইটুকুন একটা গোলাপ। কোনদিন বাবা মাকে বা অন্য কাওকে বিরক্ত করতে দেখিনি। ভুল বললাম। দেখেছি। ও চলে যাবার আগের দিন আমার বাসাতে ছিলো পাঁচ ছয় ঘন্টা। কেন জানি সেদিন খুব অস্থির ছিলো। অশান্ত। কেবল অকারণে কান্না। যে প্রিয় চকলেট ওর জন্য নিষিদ্ধ ছিলো ওর ভয়ানক এ্যালার্জির কারণে সে চকলেটও সেদিন ছোঁয়নি। চকলেটের প্রলোভনও উপেক্ষা করেছে সে রাতে (১৭ অক্টোবর) আমার বাসায়। ও কি বুঝতে পারছিলো ওর যাবার সময় সমাগত? ও কি বুঝতে পেরেছিলো ওর মা রাত্রির আঁচল ওর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে? সে জন্যেই কি মায়ের কোল থেকে ওকে সরানো যাচ্ছিলো না? ও কি দেখছিলো ফেরেশতারা ওকে ওর মায়ের কোল থেকে নিতে এসেছে? এমন অস্বাভাবিক আইমানকে আমি আগে কখনো দেখিনি।

সেদিন সে রাতে আমার বাসায় আমি তখন খুব ব্যস্ত। ওর সেই অস্বাভাবিকতা এবং কান্নাকাটির মাঝেও আমার কাছে এসেছে কয়েকবার ওর খেলনার গাড়ী প্রসঙ্গে আলাপ করতে। আমি বলেছি ভাইয়া - এখন তো একটু ব্যস্ত। পরে তোমার সাথে কথা বলবো। . .. . . আর শোনা হয়নি। যখন ওরা বাসায় ফিরছিলো তখন সকল ক্লান্তি অবসন্নতায় ও ঘুমিয়ে গেছে। আর শোনা হয়নি ... . কোনদিন আর শোনা হবে না ওর প্রিয় গাড়ীর গল্প। কে জানতো আমার সাথে ওটাই তার শেষ সংলাপ।

আইমানের সাথে আমার নতুন আত্মীয়তা। আত্মীয়তার সুবাদে সম্পর্কে আমরা নানা- নাতি। অসম্ভব স্মৃতি শক্তি ওর। তেমনি মেধাবী। অনেক সময় মনে হতো ও যা না তাই করছে। তাই বলছে। মাত্র তিন বছরের আইমান। তিন হয়ও নি। চলে গেলো ১৮ অক্টোবর - বেঁচে থাকলে ২৬ অক্টোবর ওর তিন বছর হতো। সে অনুযায়ী রাত্রি (মা) চপল (বাবা) রাসেল ভাইয়া এবং মিশেল মামা জন্মদিনের সব পরিকল্পনা করে রেখেছিলো। রাসেল ওর বড় মামা। কিন্তু কখনো মামা ডাকে নি। ভাইয়া। যেহেতু রাত্রি ডাকে ভাইয়া। তাই ওর-ও ভাইয়া। তো সেই জন্মদিন আর পালন হলো না। সেদিন ওর জন্মদিনে ২৬ অক্টোবর আইমানের অতি প্রিয় এক আত্মীয়া রুকউডে ওর কবরে কিছু ফুল আর অশ্রু রেখে এসেছিলো। বলে এসেছিলো -- এমনটা তো কক্ষনো চাইনি আইমান। তবুও বলবো "শুভ জন্মদিন শুভ জন্মদিন তুমি দীর্ঘজীবি হও/এ হাসি যেন চিরদিন/ তুমি সবার মাঝে ছড়াও।"

১৮ অক্টোবর আইমান রাত্রি চপল এবং আনিশা (দশ মাসের একমাত্র ছোট বোন) বিকেলে গিয়েছিলো সাজ্জাদ আংকেলের বাসায়। কোগরায়। সাজ্জাদ আংকেলের সাড়ে তিন বছরের মেয়ে রুশমিলা আইমানের খেলার সাথী। রুশমিলাদের তিনতলা ইউনিটের লিভিংরুমে রাত্রিরা আর রুশমিলার বাবা মা গল্প করছিলেন। বেশীক্ষণ বসবার কথা নয় কারণ আসলে ওদেরকে যেতে হবে আর এক বাসায়। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে আনিশা। রাত্রি ভেবেছে আনিশা ঘুম থেকে জাগলেই ওরা চলে যাবে। পাশের ঘরেই খেলছে আইমান আর রুশমিলা। সবই দেখা যাচ্ছে। আইমান খেলছে আর খেলার ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে এসে মায়ের হাত থেকে একটু একটু করে মিষ্টি খেয়ে যাচ্ছে। এক মিনিটের ব্যবধান। রাত্রি ওদের কলকাকলী শুনছে। এরই মধ্যে ওরা বিছানায় উঠে গেছে। হঠাৎ রুশমিলা ছুটে এসে বলছে - আইমান পড়ে গেছে। রাত্রি চপল দৌড়ে এসে তিনতলার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে ওদের আইমান মুখ থুবড়ে রক্তাক্ত পড়ে আছে। রাত্রির আর্তনাদে তখন কাঁপছে পুরো ভবন। গোলক পৃথিবী যেন আরো - আরো অনেক দ্রুত গতিতে ঘুরছে। পাখিদের কোলাহল ততক্ষণে থেমে গেছে। রাত্রি এতো ঘন অন্ধকার আর দেখেনি কখনো। আইমান শেষবারের মত রাত্রিকে মা বলে ডাকার সুযোগ পেয়েছিলো কিনা একমাত্র ওর সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

তিনিই জানেন কেন এই ফুটফুটে নিঃষ্পাপ শিশুটার প্রয়োজন তাঁর পৃথিবীতে ফুরিয়ে গেলো। তিনিই জানেন রাত্রি আর চপল সারা জীবন এ দুঃখের বোঝা কি করে বইবে। সেই করুণাময় আল্লাহরাব্বুল আল-আমিনই জানেন কেন ওইটুকুন শিশুর মধ্যে এতো প্রতিভা মেধা দীপ্তি দিয়েছিলেন যা ওর বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না। তিনিই জানেন কেন এভাবে আইমানকে চলে যেতে হলো।

আর আমরা জানি করুণাময় যা করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যই করেন। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তা বোঝার নয়। জানার নয়। স্বল্পকালীন এই দুদিনের পৃথিবীতে আমারা সবাই চলে যাবো। কেউ আগে কেউ পরে। আইমান আগে আমি পরে। তবে আইমানের যাওয়াটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অতি দ্রুত। রাত্রি চপলের হৃদি কম্পনের চেয়েও দ্রুত। ওদের চিরশোকের চেয়েও কঠিন। গভীর।

আইমান চলে গেছে। করুনাময় ওকে বেহেশত থেকে পাঠিয়েছিলেন এবং ইনশাল্লাহ ওকে পুনরায় বেহেশতে নিয়ে গেছেন। তাঁর প্রতিটি কাজে মানুষের জন্য একেকটি উদহারণ। সেখান থেকে আমাদের প্রতিনিয়তই শেখার বিষয় জাগ্রত। তিনি চাইলেই শূন্য বুক পূর্ণ করে দিতে পারেন আবার পূর্ণ বুক শূন্য করে দিতে পারেন। চাইলে ওই আইমানকে আবার কোন না কোনভাবে রাত্রির কোলে ফিরিয়ে দিতে পারেন। তাই তাঁর কাছে আমাদের সকল কৃতজ্ঞতা। সকল প্রার্থণা। সকল শোকর। আমাকে যা দিয়েছেন তাতেই আমার কৃতজ্ঞতা। তাতেই শোকর।

এবার আসল কথায় আসি। আজকে এ সামান্য কলামটি লিখেছি শুধু এটুকুনই বলতে প্রিয় পাঠক - আপনাদের যাদের ঘরে এখনো আইমান আছে তাকে একবার স্পর্শ করুন। শপথ করুন ওকে এক মিনিটের আড়াল হতে দেবেন না। স্বামী স্ত্রী উভয়েই সমানভাবে সচেতন থাকবেন। শুধু স্ত্রীর দায়িত্বই নয়, স্বামীরও সমান দায়িত্ব। এক সেকেন্ড থেকে এক মিনিটের ব্যবধানেই কিন্ত চরম সর্বনাশটা হয়ে যেতে পারে। সম্প্রতি মেলবোর্ণ রেল ষ্টেশনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটিও ঘটেছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। (দেখুন : **http://www.youtube.com/watch?v=tq68KOaQUbE**)। আপনার ঘরে যদি কোন আইমান থেকে থাকে তবে জানালা গুলো দেখে নিন। কোন অবস্থাতেই যেন ওগুলো খোলা না থাকে। আপনারা অনেকেই রাত্রির আর্তনাদ শোনেননি। দেখেননি ওর হাহাকার। দেখেননি রাত্রির নিদ্রাহীন রাত্রি। আমি দেখেছি। দেখেছি আর করুনাময় আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থণা করেছি - ওগো দয়াময় তুমি রাত্রিকে সইবার ক্ষমতা দাও। তুমি রাত্রির - রাত্রির অবসান ঘটিয়ে একটি সুন্দর আর স্বপ্নের প্রস্ফুটিত প্রভাত এনে দাও। তোমার পক্ষে সবই সম্ভব। তুমি দয়াময়। করুনাময়। তুমি ক্ষমাশীল।